যুগান্তর

APR. 05 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ...

যুগান্তর

শুক্রবার, ২২ চৈত্র ১৪০৮
Friday, 5 April, 2002

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

সকল প্রকার বিদ্যা শিক্ষার উচ্চতম প্রতিষ্ঠান হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয়। পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার সরকারি কিংবা বেসরকারি যাহাই হউক না কেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, শিক্ষার মান। জ্ঞানচর্চার অতল সাঁগরে শিক্ষার্থীরা যাহাতে স্বচ্ছন্দে অবগাহন করিতে পারে, উহার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা চাই। আমাদের দেশে দীর্ঘকাল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। প্রকৌশল এবং চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব। বাস্তব প্রয়োজনেই কয়েক বৎসর পূর্বে বেসরকারি উদ্যোগে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর অনুমতি দেওয়া হয়। ব্যয়বহুল হইলেও কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যে বেশ সন্তোষজনক, উহাতে দ্বিমত নাই। ব্যবহারিক ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং যুগোপযোগী সিলেবাস চালুর ক্ষেত্রেও এই সকল প্রতিষ্ঠান কৃতিত্ব দাবি করিতে পারে। ব্যয় বেশি পড়িলেও অনেক ছাত্রছাত্রী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ দেখায়। কিন্তু ঢালাওভাবে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুমতি প্রদানের ফল ভাল হয় নাই। যুগান্তরে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, অবকাঠামোগত সুবিধা এবং শিক্ষা প্রদানের মান কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় রাখিতে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি না করিয়াই ডজন দুই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রির কোর্স খুলিয়া বসিয়াছে। রাতারাতি এই সকল প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অর্জন করিবে, এইরূপ আশা কেহ করে না। কিন্তু অতি উচ্চহারে বেতন-ফি গ্রহণের সময় অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতেই আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কতটা স্বীকৃত, সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। তবে স্থায়ী ক্যাম্পাস ও লাইব্রেরিবিহীন এবং প্রধানত পার্টটাইম শিক্ষকদের উপর নির্ভরশীল অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যে মোটেই আদর্শ পর্যায়ে নাই, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিবেদনেও উহার স্বীকৃতি রহিয়াছে। প্রতিটি বিভাগে একজন প্রফেসরসহ অন্তত তিনজন পূর্ণকালীন সিনিয়র শিক্ষক রাখা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য তাহাদের সুপারিশ দ্রুত কার্যকর করা প্রয়োজন। ছাত্র বেতন নির্ধারণ এবং একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট গঠনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যয়বহুল হইলেই শিক্ষার মান ভাল হইবে, এমন কথা নাই। এই জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক সকল আয়োজন সম্পন্ন করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হইল, ন্যূনতম শর্ত পূরণ না করিবার পরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাইয়াছে। সর্বগ্রাসী দুর্নীতি শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রেও যে সমান দাপটে বিরাজমান তাহাতে আর সন্দেহ কি! প্রয়োজনীয় শর্ত যথাযথভাবে পূরণ করা না হইলে কোন প্রতিষ্ঠানকেই বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়ার বিঘোষিত নীতি হইতে বিচ্যুত হওয়া চলিবে না। একেকজন ছাত্রছাত্রীর নিকট হইতে ২ হইতে ৫ লক্ষ টাকা বেতন লওয়ার পরও কেন উপযুক্ত মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হইবে না? কেন বেশিরভাগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ শতাংশ শিক্ষকই খণ্ডকালীন? এই সকল বিষয়ে কঠোর মনিটরিং প্রয়োজন। সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা প্রদানের নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলিবার অনুমতি প্রদান শুধু অনুচিত নয়, অনৈতিকও। প্রতিযোগিতামূলক এই বিশ্বে টিকিয়া থাকিবার উপযুক্ত মানবসম্পদ সৃষ্টি করিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা লইয়া দ্বিমত নাই। কিন্তু ইহার ভার কেবল যোগ্য পাত্রেই অর্পণ করিতে হইবে।